তারিখ ... 20 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ২ ...

যুগান্তর

উপবৃত্তির টাকা প্রধান শিক্ষিকার পেটে

মোরেলগঞ্জ পশ্চিম জিউধরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

মোরেলগঞ্জ প্রতিনিধি

বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জের পশ্চিম জিউধরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা খাজিস্তা আক্তারের বিরুদ্ধে উপবৃত্তি প্রদানে অর্থ হাতিয়ে নেয়াসহ সরকারি বিভিন্ন বরাদ্দের অর্থ লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, সদ্য জাতীয়করণকৃত উপজেলার ২৮৬নং পশ্চিম জিউধরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবৈধভাবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা খাজিস্তা আক্তার তার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানে বিভিন্ন অজুহাতে অভিভাবকদের কাছ থেকে ৩'শ থেকে ৬'শ টাকা করে উৎকোচ আদায় করেন। আবার উপবৃত্তি প্রদানকালে খরচের নামে প্রত্যেকের কাছ থেকে ১'শ থেকে ১২০ টাকা পর্যন্ত আদায় করেন। তিনি পার্শ্ববর্তী একটি একাডেমিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীকে তার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী দেখিয়ে উপবৃত্তি উত্তোলন করে আত্মসাৎ করলেও নিজ বিদ্যালয়ের ৫-৬ জন শিক্ষার্থীকে আদৌ উপবৃত্তির টাকা প্রদান করেননি বলে অভিভাবকরা অভিযোগ করেন। এ ছাড়াও তার বিরুদ্ধে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের স্বাক্ষর জাল করে উপবৃত্তির টাকা উত্তোলন করে আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের বিষয়ে ১৭ আগস্ট উপজেলা শিক্ষা অফিসের একটি টিম বিদ্যালয়ে তদন্তে গেলে প্রধান শিক্ষিকা খাজিস্তা আক্তার কর্তৃক উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। এ বিষয়ে তদন্ত টিমের সদস্য সহকারী শিক্ষা অফিসার ওমর ফারুকের কাছে জানতে চাইলে রহস্যজনক কারণে তিনি বিষয়টি কৌশলে এড়িয়ে যান। অপরদিকে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বরাদ্দপ্রাপ্ত স্লিপ ফান্ডের ৪০ হাজার ও প্রাক-প্রাথমিকের ৫ হাজার টাকাসহ বিভিন্ন বরাদ্দের অর্থ উত্তোলন করে সংশ্লিষ্টদের স্বাক্ষর জাল করে ভুয়া ভাউচার দিয়ে পুরো টাকা আত্মসাৎ করেন। এভাবে তিনি কয়েক বছর ধরে সরকারি বিভিন্ন বরাদ্দের কোনো কাজ না করে একইভাবে ভুয়া ভাউচার দিয়ে আত্মসাৎ করে আসছেন। বিদ্যালয়ের সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি মাহাতাব খান অভিযোগ করে বলেন, তার স্বাক্ষর জাল করে রেজুলেশন তৈরি ও ভুয়া ভাউচার দিয়ে টাকা উত্তোলন করেন প্রধান শিক্ষিকা খাজিস্তা বেগম। স্লিপ কমিটির প্রশিক্ষণেও তিনি কোনো অভিভাবককে উপস্থিত করান না এবং কয়েক বছর ধরে প্রাক ও স্লিপ ফান্ডের টাকা দিয়ে কোনো কাজ না করে আত্মসাৎ করে আসছেন প্রধান শিক্ষিকা। প্রধান শিক্ষিকা খাজিস্তা আক্তার তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার।